যুগান্তর

তারিখ ... 4 JUN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

পাঠ্যবই নিয়ে অশুভ তৎপরতা

বই জালকারী একটি সিন্ডিকেট বাজারে নকল বই সরবরাহ করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে।

আগামী ১ জুলাই থেকে সারাদেশের কলেজ, মাদ্রাসা ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোয় একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। নতুন বই হাতে নতুন ক্লাসে শিক্ষার্থীদের অভিষেক ঘটবে— এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কারসাজিতে এ প্রত্যাশার বিপরীতে প্রান্তির চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিকে যেসব বিষয়ে পাঠদান করা হয়, তার মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি বই এনসিটিবির ছাপানোর কথা। ক্লাস শুরুর মাত্র ২৬ দিন বাকি থাকলেও এখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় এসব পাঠ্যবই তৈরি ও ছাপানোই হয়নি। শুধু এবারই নয়, বিগত চার বছর ধরে একই কাণ্ড করে যাচ্ছে এনসিটিবি। অভিযোগ রয়েছে, নকল বই সরবরাহকারীদের কাছ থেকে অর্থিক সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে এনসিটিবি চাহিদা অনুযায়ী বই বাজারে সরবরাহ করে না। এ বছরও তারই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হচ্ছে মাত্র। এর ফলে বইয়ের অভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাহাকার সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। তখন তারা আসল-নকল বিচার না করে যা সামনে পাবে, তাই কিনতে বাধ্য হবে। উল্লেখ্য, এ বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১৩ লাখেরও বেশি পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে কমপক্ষে ১১ লাখ শিক্ষার্থীর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার কথা। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর বিপরীতে এনসিটিবি দেড় লাখ ইংরেজি ও দু'লাখেরও কম বাংলা বই ছাপিয়ে রেখেছে। এ বইগুলো আবার ২০০৮ সালে ছাপানো যা এখনও অবিক্রীত রয়ে গেছে। এসব বই যথানিয়মে বাজারে সরবরাহ করা হলেও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বাদবাকি শিক্ষার্থীরা তাহলে কী পড়বে? অথচ সরকারি এ প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার। এর ফলে বই জালকারী একটি সিন্ডিকেট বাজারে নকল বই সরবরাহ করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এতে একদিকে সরকার যেমন বিপুল অংকের রাজস্ব হারাচ্ছে, অন্যদিকে অধিক মূল্যে নিম্নমানের নকল বই কিনে শিক্ষার্থীরা বছরের পর বছর ধরে প্রতারিত হচ্ছে। এটি অত্যন্ত অন্যায় ও গর্হিত কাজ বলে মনে করি আমরা। কেননা, সর্বতোভাবে দেশের শিক্ষার্থীদের মঙ্গলচিন্তার দায়িত্বভার যাদের হাতে ন্যস্ত, তারা যদি এ ধরনের দুষ্কর্ম সাধনে তৎপর হয়ে ওঠেন তবে তা মেনে নেয়া কঠিন। জানা গেছে, নকল বই বিক্রির এ চক্রের সঙ্গে এনসিটিবির একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও একজন সংসদ সদস্যের সম্পৃক্ততা রয়েছে। ফলে নকল বইয়ে বাজার সয়লাব হয়ে গেলেও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করছে। এই যদি হয় অবস্থা, তবে অনিয়ম আর নৈরাজ্যের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী? সরকারে খোদ মন্ত্রী-এমপিরা যদি এ ধরনের অন্যায় কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে তবে মানুষ নির্ভর করবে কাদের ওপর? আশার কথা হচ্ছে, নকল বই প্রতিরোধ ও সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে এবার 'বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি' এগিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে তারা বাংলাবাজারে প্রকাশ্যে নকল বই বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। এ ঘটনায় তাদের একজন সদস্য সম্প্রতি সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে। তারপরও সারাদেশে সমিতির সদস্যদের মাধ্যমে এনসিটিবির বই বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে তারা। কাজেই বই বিক্রির জন্য এজেন্ট বা পরিবেশক পাওয়া যাচ্ছে না— এ সুর তুলে বিষয়টিকে পাশ কাটানো সহজ হবে না। এ ব্যাপারে সরকার কী ভূমিকা গ্রহণ করে— সেটিই এখন দেখার বিষয়। শুধু পাঠ্যপুস্তক নয়, এর পাশাপাশি সব ধরনের শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিরাজমান অনিয়ম ও অরাজকতা বন্ধে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে— এই আমাদের প্রত্যাশা।